হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 03, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2018

''ভারতে মুসলিমদিগের জাতীয়তা বলিয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। সে কারণে বহির্ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর তাহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের গোড়ার কথাই হইল ভারতকে তারা অন্তরের সহিত ভালোবাসিতে পারে নাই।''

—শ্রী শ্রী পি আর ঠাকুর

''আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি'' (১ম, পৃঃ ২০১)

হিন্দু সংহতি-র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ধর্মতলায় লক্ষ লোকের সমাবেশে

হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ালেন তপন ঘোষ

প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হিন্দুদের কাছে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১৪ই ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ দিন। কারণ এই দিনটি হল জিহাদি শক্তির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে অংশীদার বাংলার মানুষদের একত্রিত হওয়ার দিন, এই দিনটি আগামীদিনের লড়াইতে শপথ নেবার দিন। প্রতি বছরের মতো এই বছরও হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো উৎসাহ এবং আবেগের সঙ্গে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ছিল হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনটিতে ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে বাসে, ট্রেনে করে হিন্দু সংহতির সমর্থকেরা এসে পৌঁছায়। তাদের উপস্থিতিতে রাণী রাসমণি এভিনিউ-এর সবকটি লেন ভরে যায়। সভার প্রথমে ভারতমাতার ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালানো হয়। ভারতমাতার ছবিতে মালা দেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। তারপর বৃহৎ হিন্দু সমাজের অংশ আদিবাসী ভাইবোনেরা নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রথমে দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। তারপর উত্তরবঙ্গের আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জি ডি বক্সী, পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, হরিদ্বারের ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, আমেরিকা থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পপতি রাহুল রায় এবং আরো অনেকে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সহ সভাপতি অ্যাড্‌ভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, সহ সভাপতি শ্রী দেবদত্ত মাজি, সম্পাদক শ্রী সুন্দরগোপাল দাস। এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী সমীর গুহরায়। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়। তিনি বলেন, ''দিকে দিকে সন্ত্রাসীরা যেভাবে বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনে হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে কিনা তা এক বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই তৈরি হয়েছে হিন্দু সংহতি।'' পূজ্য স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজকে আহ্বান জানান জিহাদির বিরুদ্ধে লড়াইতে সমগ্র হিন্দু সমাজকে একত্রিত হবার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জি ডি বক্সী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে পুণ্যভূমি বাংলাকে প্রণাম জানান। তিনি বলেন যে এই বাংলা হলো পুণ্যভূমি, কারণ এই বাংলা ভারতমাতার মুক্তির জন্যে বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে। তিনি সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ''আপনারা হয়তো জানেন না, বঙ্গসন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশ স্বাধীন করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী নন। দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৬,০০০ সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল। তাঁর ফৌজের করা লড়াইতে ভয় পেয়ে ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর সেই নেতাজির স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর নেতারা কিছু করেননি। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে নতুন দিল্লির রাজপথে নেতাজির কোনো মূর্তি নেই।'' তিনি সভামঞ্চ থেকে দাবি তোলেন যে নতুন দিল্লির রাজপথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসাতে হবে। এরপর পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ হিন্দু যুবকদের আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি বলেন, ''হিন্দু দেবতারা সকলেই অস্ত্রধারী কারণ তাঁরা সকলেই যোদ্ধা। যখনই অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করেছে তখনই তাঁরা মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মরক্ষা করেছেন। আজ তাঁরা আর আসবেন না, এই পুণ্য দায়িত্ব পালন করতে হবে বাংলার হিন্দু যুবকদেরই।''

এরপর হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য সভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমে সভায় উপস্থিত হিন্দু সংহতির সমস্ত যোদ্ধাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, ''আজ সারা পৃথিবীতে কুরুক্ষেত্রের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে ইসলাম আর অন্যদিকে সারা বিশ্বের মানবসভ্যতা। আর এই বাংলার আকাশে আজ ইসলামের কালো মেঘ। ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছে, আজ আমরা সেই লড়াইয়ের উত্তরসূরী। আমাদের আজ সেই লড়াই লড়তে হবে।'' এছাড়া তিনি তার বক্তব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এই বাংলায় একটি কথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা নাকি নির্ধারণ করে মুসলমানরা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন যে, ওরা (পড়ুন মুসলিমরা) ৩২ শতাংশ, আমাকে তো ওদের দেখতেই হবে। কেন? কারণ মুসলমানরা নাকি ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জিতিয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান পেশ করেন এবং প্রশ্ন তোলেন যে, মুসলমানের ভোটে যদি তৃণমূল ক্ষমতায় এসে থাকে, তাহলে বাংলার সবথেকে মুসলিম জনসংখ্যার জেলা মুর্শিদাবাদে (মুসলিম ৬৭ শতাংশ) তৃণমূলের একজনও এম.পি. নেই কেন? মুর্শিদাবাদে ২২ জন এমএলএ-এর মধ্যে মাত্র ৫ জন এমএলএ তৃণমূলের। মালদহ (৫২ শতাংশ মুসলিম) জেলায় ১২ জন এমএলএ-এর মধ্যে একজনও তৃণমূলের এমএলএ নেই। উত্তর দিনাজপুর (৫১ শতাংশ মুসলিম) জেলায় ৯টি এমএলএ-এর মধ্যে মাত্র ৪টি টিএমসি-র। আর এমপি সিপিআই(এম)-এর মহম্মদ সেলিম। কিন্তু যে জেলাগুলিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা (৯৫ শতাংশ হিন্দু)-এর ১৯ জন এমএলএ-র মধ্যে ১৮ জন এমএলএ তৃণমূলের; পুরুলিয়া জেলার (৯২.৫ শতাংশ হিন্দু) ৯ জন এমএলএ-এর মধ্যে ৭ জন এমএলএ তৃণমূলের। তাহলে আমরা কি দেখছি যে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, সেখানে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আর যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তৃণমূল ভালো ফল করেছে। তাই তৃণমূল মুসলিমদের ভোটে ক্ষমতায় এসেছে, এর থেকে বড়ো ভাঁওতা আর কিছু হতে পারে না।'' তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, আপনি হিন্দুদের ভোটে জিতে ২০১৮ সালের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান, উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তির খাতে বরাদ্দ করেছেন ৩,৫০০ কোটি টাকা; আর মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ করেছেন ৩,৭০০ কোটি টাকা। আজ আপনার কাছে জানতে চাই, যে মাদ্রাসায় সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয়, সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে বেশি টাকা বরাদ্দ করে, আপনি এই বাংলাকে কোন পথে নিয়ে যেতে চান? এছাড়াও তিনি এই বাংলায় হিন্দুদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচারের খবর মিডিয়া ও সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ না করার জন্যে তাদের একহাত নেন। তিনি বলেন যে, ''প্রতি বছর মিডিয়া গুজরাট দাঙ্গার কুতুবুদ্দীনের ছবি প্রকাশ করলেও জিহাদিরা গোধরা স্টেশনে ৫৬ জন করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, তা তারা দেখতে

শেষাংশ ৫ পাতায়

আমাদের কথা

দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য বাঙালি কি প্রস্তুত?

ভারতে ইসলামের বীজ সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় ৭১২ সালে। সেই সাম্রাজ্যবাদী ইসলামের অশুভ ছায়া আমাদের এই বঙ্গদেশকে স্পর্শ করলো তার ৫০০ বছর পরে, অর্থাৎ ১২০৬ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অসুর শক্তির সাথে সংগ্রাম। রাজশাহী-দিনাজপুরের রাজা গণেশ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় এবং কেদার রায়, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, বেড়াচাঁপার রাজা চন্দ্রকেতু ও তার দুই সেনাপতি হামা আর দামা, বালিয়া বাসন্তীর বাগ্দী রাজাদের মত অসংখ্য বাঙালি বীর এই অসুর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আজও সেই লড়াইয়ে বাঙালি পিছিয়ে নেই।

কিন্তু এই সংগ্রাম কেন? ১৪০০ বছর আগে জন্ম নেওয়া ইসলাম নামক একটি মতবাদ পৃথিবীকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। শুধু ভাগ করেই শেষ নয়, সেই মতবাদে যারা বিশ্বাস করেন না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই অবিশ্বাসীদেরকে তীব্র ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ধর্ম - সবকিছু ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা সারা পৃথিবীর মানুষকে বসুধৈব কুটুম্বকম মনে করি, অথচ তারা আমাদেরকে কাফের-মুশরিক-বুতপরস্ত বলে ঘৃণা করে। তারা আমাদের এই মাটিকে দারুল ইসলামে পরিণত করতে চায়। তারা বাঙলার বারো মাসে তেরো পার্বণকে ধ্বংস করে আমাদের ওপর আরবের মরু সংস্কৃতিকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। ওরা পারস্য, মিশর, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের, বালুচিস্তান, সিন্ধ - সব জায়গার মূল সভ্যতাকে এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। আমাদের বাঙলার তিনভাগের দু'ভাগ মাটি ছিনিয়ে নিয়ে বাংলাদেশ করেছে। সেখান থেকে বাঙালিকে তাড়িয়েছে, গণহত্যা করেছে, বাঙালি মেয়েদের নৃশংসভাবে ধর্ষণ করেছে। বাঙালির দুর্গা ঠাকুরের মূর্তি ভেঙেছে, কালী ঠাকুরের মূর্তি ভেঙেছে, রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা করেছে। সৎসঙ্গ-ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-রাম ঠাকুরের আশ্রম সহ কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠানই এই জেহাদী আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। শুধু ওপার বাঙলা কেন, এপারের দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, ধানতলা, ধুলাগড়, বাদুড়িয়া-বসিরহাট, তেহট্ট, কালিয়াচক, চোপড়া, রায়গঞ্জ - সর্বত্র কি আমরা একই চিত্র দেখতে পাই নি! সুতরাং ইতিহাস বলছে আমরা শান্তি চাইলেই শান্তি আসবে না। কারণ অশান্তির বীজ তাদের মতবাদের মধ্যেই নিহিত আছে। আমাদের চাওয়া অথবা না চাওয়ার কোনো মূল্য নেই। ১৯২১ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করলেন। এ ছিল তাঁর চরম ভুল। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে পি আর ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—"এই সময় আমি দেখিতাম কলিকাতায় হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণ এই অসহযোগ আন্দোলনে অধিকতর উৎসাহ দেখাইত এবং ইহারা হিন্দুগণ অপেক্ষাও দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে হইত। মুসলমানেরা মনে করিত হিন্দুগণের সহিত আন্দোলনে যুক্ত হইয়া তাহারা তুরস্কের খিলাফত সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা মনে করিত মুসলমানদিগকে দলে টানিয়া অসহযোগ আন্দোলনকে অধিকতর জোরালো করিয়া তুলিতে পারিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইবে এবং তদ্বারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বের চক্ষে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। হিন্দুগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত এই আন্দোলনে যোগদান করিতে দেখিতাম। পরন্তু মুসলমানদিগকে এই সম্পর্কে ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমার মনে হইত ইহারা কোন দেশপ্রেম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য করিতেছে না, খিলাফত সমস্যা ইহাদিগকে ধর্মোন্মাদ করিয়া তুলেছে মাত্র। কারণ খিলাফত সমস্যা ভারতের কোন সমস্যা নহে। উহা সম্পূর্ণ বৈদেশিক ব্যাপার। ভারতীয় মুসলমানদিগের এই বিষয়ে কোনো উত্তেজনা করার কোনো অর্থই হইতে পারে না। ...এই খিলাফত উন্মত্ততা একটি অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ব্যতীত অন্য কোন আখ্যা দ্বারা ইহাকে ভূষিত করা চলে না। জালিয়ানওয়ালার হত্যাকান্ডের জন্য প্রতি অমুসলমান ভারতীয় যখন শোকে, দুঃখে ও ক্ষোভে মূহ্যমান তখন ভারতের কোন মুসলমান কিংবা কোন মুসলমান প্রতিষ্ঠান এই গুরুতর হত্যাকান্ডের জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করে নাই। তাই তখন ভাবিতে বাধ্য হইতাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের কণামাত্র অবদান নাই।"

১৯৪৭ এ এই বাঙলার মাটি গেছে - এই সত্যের চেয়েও বড়ো সত্য হল আমাদের এই বাঙলার তিনভাগের দু'ভাগ মাটি চলে গেছে। হিন্দু উদ্বাস্তু হয়েছে - কিন্তু তার চাইতে বড় সত্য হল, বাঙালি উদ্বাস্তু হয়েছে, বাঙালি নিধনযজ্ঞ হয়েছে, বাঙালি মা-বোনদের ধর্ষণ করা হয়েছে। ওপারে বাঙালির শিবরাত্রি, চড়কপূজা, নবান্ন, পৌষপার্বন, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, অরন্ধন, রান্নাপুজো, রাসমেলা, নাম সংকীর্তনের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে। আর এপারে বাঙালির দুর্গাপূজা রূপান্তরিত হয়েছে শারোদোৎসবে, রবিঠাকুর হয়েছেন বুর্জোয়া কবি, নেতাজী হয়েছেন তোজোর কুকুর। বাঙালির মেরুদন্ড ভাঙার এই কাজ ওপারে করে চলেছে জেহাদি মুসলমানেরা, আর এপারে করে চলেছে তাদের দোসর বাঙলার সেকু-মাকুরা।

কিন্তু এর উপায় কী? এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে তিনটে অপশন আছে - ১) বাঙলার মাটি ছেড়ে পালাও, ২) আত্মসমর্পণ করো আর মরু সংস্কৃতিকে কবুল করো, ৩) ইসলামিক জেহাদের বিরুদ্ধে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এই লড়াই মারাঠা লড়েছে, রাজপুতানা লড়েছে, বিজয়নগর লড়েছে, পাঞ্জাব লড়েছে, বুন্দেলখন্ড লড়েছে। তারা সবাই নিজেদের দমে লড়েছে এবং জিতেছে। সারা দেশ কবে একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে নামবে - তার জন্য কেউ বসে থাকে নি। এই লড়াইয়ে বাঙালিও পিছিয়ে থাকে নি, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। আমরা, বাঙালিরা সেই সংগ্রামী যোদ্ধাদের উত্তরসূরী। আজ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমুপস্থিত। গোটা বিশ্বে আজ ইসলামিক উম্মা একদিকে আর সভ্য মানবসমাজ অন্যদিকে। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙালির দায়িত্ব বাঙলাকে এবং বাঙালিয়তাকে রক্ষা করা। এই বাঙলাই আজ আমাদের ওয়ারফ্রন্ট বা যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা কি প্রস্তুত?

কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্যানে যারা পশ্চিমবঙ্গের রূপকার শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙলো ও অপবিত্র করলো সেই অতি বামপন্থীদের জানাই ধিক্কার !

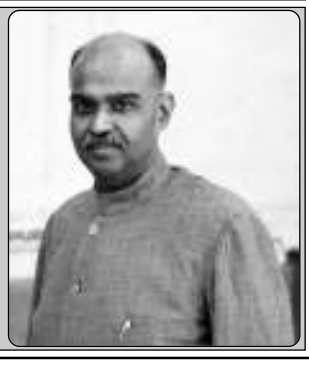

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ফুরফুরায় শীতলা দেবীর শোভাযাত্রায় মুসলমানদের তাণ্ডব

হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরা গ্রামের পাশের গ্রাম পূর্ব দুর্গাপুরে দীর্ঘদিন ধরেই দোল পূর্ণিমায় শীতলা পূজা হয়। রীতি মেনে এবছরও তার আয়োজন হয়। পূজা উপলক্ষে ঐ গ্রামের হিন্দু ছেলেরা বক্সে গান বাজিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে আসছিল। জলযাত্রীরা ফুরফুরার খাতন মোড়ে কাশেম সিদ্দিকির (ত্বাহা সিদ্দিকীর ভাইপো) বাড়ির কাছে পৌঁছোতেই কাশেম সিদ্দিকি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা জলযাত্রীরাদের গান বাজাতে বাধা দেয়, মুসলমানদের বক্তব্য এখানে গান বাজানো যাবে না কারণ এখানে মসজিদ ও মাজার আছে। কিন্তু হিন্দুরা গান বন্ধ করতে চায়নি। হিন্দুদের বক্তব্য তারা মুসলমানদের জায়গায় নয় বরং সরকারি রাস্তায় গান বাজাচ্ছে। আর এ নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম দু'পক্ষের বচসা বেঁধে যায়। খবর পেয়ে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। কিন্তু পুলিশ উত্তেজিত মুসলিম জনতাকে বাধা দেবার বদলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখাতে থাকে। তখনই মুসলমানদের কেউ হিন্দু বক্স অপারেটরকে লক্ষ্য করে আধলা ইঁট ছোঁড়ে। কিন্তু ইঁট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগে পুলিশ গাড়িতে। ইঁট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় মুসলমানরা বক্স অপারেটরের গলা টিপে ধরে। তখন পুলিশের সামনেই হিন্দু ও মুসলমানদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে দু'পক্ষকে থামিয়ে দেয়। বর্তমানে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বাসন্তীতে শিশুকে ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ০৩-০৩-২০১৮ রাত আটটায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার কালীবটতলা গ্রামে। অভিযুক্ত লালু মির্জাকে বাসন্তী থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন রাত আটটা নাগাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর বছর সাতেকের এক শিশুকন্যাকে বাড়িতে একা পেয়ে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি দোকানের মধ্যে হাতমুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত লালু মির্জা। অভিযুক্তের বাড়ি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা এলাকায়। কাজের সূত্রে বাসন্তী এলাকায় ট্রাক্টর চালানোর কাজ করে। এদিন ঐ শিশুর মা মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে, খোঁজ করতে থাকেন। দোকানের দিকে নজরে পড়তেই তিনি দেখেন তাঁর মেয়ের উপর পশুর মতো অত্যাচার করছে অভিযুক্ত লালু। শিশুকন্যা পরে তার মায়ের কাছে তার উপর অত্যাচারের কথা বলে। শিশুর মা সাথে সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় অভিযুক্তকেও ধরে ফেলে। পরে দেখেন মেয়ের দেহের নিম্নাংশের থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে। এরই ফাঁকে প্রমাণ লোপাটের জন্য অভিযুক্ত লালু তার জামাকাপড় সার্ফ দিয়ে ধুয়ে ফেলে নিজে স্নান করে নেয়। এমন কি প্রমাণ লোপাটের জন্য শিশুকন্যাকে হত্যা করে ব্যাগে ভরে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্ত লালুর। সেই মতো বড় ব্যাগও তৈরি রেখেছিল। লালুর সাথে অপর এক ব্যক্তি ছিল সে সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেলেও লালু পালাতে ব্যর্থ হয়। এরপর বাসন্তী থানায় খবর গেলে পুলিশ গিয়ে লালু মির্জাকে গ্রেফতার করে। লালু এই অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। বর্তমানে শিশুটির শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।

তমলুকে শীতলা ও মনসা মন্দিরে ভয়ঙ্কর চুরি, দুষ্কৃতি অধরা

রাতের অন্ধকারে গ্রামের শীতলা মাতা ও মনসা মাতার মন্দিরের সোনা ও রুপোর গহনা মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটলো। গত ১৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক থানার নারায়ণদাঁড়ি গ্রামে। মন্দিরটি তার বাড়ির পাশে হওয়ায় গ্রামের বাসিন্দা মদন মোহন বেরা মন্দিরটির দেখভাল করেন। তিনি এই চুরির ঘটনা জানিয়ে গত ২০ জানুয়ারী, শনিবার তমলুক থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি থানায় করা অভিযোগে জানিয়েছেন যে প্রায় ৭লক্ষ টাকার গহনা চুরি গিয়েছে। চুরি যাওয়া গহনাগুলির মধ্যে সোনার হার ৪টি, সোনার শাঁখা ৪টি, রুপোর বালা ২০টি, সোনা ও রুপোর চুড়া ৪টি ইত্যাদি। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত চুরির ঘটনায় জড়িত কোনো দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার হয়নি।

সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর আসানসোলে, উত্তেজনা, মন্দির করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মেয়রের

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৩শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল পুরসভার ৪৩নং ওয়ার্ডের দিলদারনগর এলাকায়। ওই এলাকার স্থানীয় একটি ক্লাব প্রতিবছরের মতো এবছরও সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছিল। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। ঘটনার দিন রাতে মন্ডপে কেউ ছিল না। অভিযোগ সেই সুযোগ নিয়ে স্থানীয় কোনো দুষ্কৃতি প্রতিমার কিছু অংশ ভেঙে দিয়ে চলে যায়। পরের দিন এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসেন আসানসোল পুরসভার মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারী। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সাতদিনের মধ্যে নতুন মন্দির করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

অপহৃত শিশু উদ্ধার ঃ মূল অভিযুক্ত রাজা খানকে খুঁজছে পুলিশ

অপহরণের তিন দিন পর নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করলো পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া থানার পুলিশ। গত ২৪ জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ প্রিন্স নামে ওই শিশুটিকে অপহরণ করা হয়। মন্ডলপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রিন্সের বাবা কাল্টু তাঁতির ছোটো ব্যবসা রয়েছে। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ছেলে বাড়ি না ফেরায় তিনি জামুড়িয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। জামুড়িয়ার ওসি পার্থ ঘোষ বলেন, "ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে শিশুটিকে অপহরণ করে পাটনায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওকে উদ্ধার করে বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমরা খুশি।" পুলিশ জানতে পারে রাজা খান ও মুন্নু নামের দুই ব্যবসায়ীর সঙ্গে পুরোনো লেনদেন নিয়ে কাল্টুর বিরোধ বাঁধে। তার হিসেব মেটাতেই ঘটনার দিন দু'টি গাড়ি নিয়ে তারা কাল্টুর বাড়ির কাছে গিয়ে সুযোগ বুঝে প্রিন্সকে তুলে নিয়ে যায়। তখন কাল্টু বাড়ি ছিল না। পরে ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণও দাবি করে রাজা। অভিযোগ পেয়ে পুলিস প্রথমে ধানবাদ যায়। সেখানে রাজা খানের নম্বর পেয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় পুলিশ। এরপর একটি সূত্র থেকে পাটনা থেকেই শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। তবে দুই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়।

কন্যাকুমারী, একনাথ রাণাডে—আগামীদিনের রোল মডেল

তপন ঘোষ

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে যেখানে স্থল শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে তিনটি সমুদ্র ভারতমাতার চরণতল ধৌত করছে সেই স্থানের নাম কন্যাকুমারী। সেখানে স্থল থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি বিরাট শিলাখণ্ড ঢিপির মতো জেগে আছে। সবাই জানে সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিরাট মূর্তি ভারত ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন সবাই ঐ জায়গাটিকে বিবেকানন্দ শিলা বলে জানে। সেখানে একটি বিবেকানন্দ স্মৃতিমণ্ডপও আছে। এর ইতিহাসও প্রায় সবাই জানে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজক অবস্থায় গোটা ভারত ঘুরে, দরিদ্রের কুটির থেকে রাজপ্রাসাদ, শহর, গ্রাম, জঙ্গল, মরুভূমি, পাহাড়, পর্বত সমস্ত জায়গা ভ্রমণ করে যাত্রা শেষ করলেন এই কন্যাকুমারীতে। দীর্ঘ কয়েকশো বছরের পরাধীন এই জাতির সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট হাসি কান্না দারিদ্র অভাব কুসংস্কার এবং সর্বোপরি দাসত্ব মনোবৃত্তি ও চরম আত্মবিশ্বাসহীনতা স্বামীজীর মনকে চরমভাবে ভারাক্রান্ত করে তুললো। এ জাতির মুক্তি কোথায়? কিভাবে মানসিক দাসত্বের এই শৃঙ্খল মোচন হবে? এই আত্মবিশ্বাসহীন জাতির মধ্যে কিভাবে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করা যাবে? চরম তমোগুণে আচ্ছন্ন এই জাতির জড়তায় কিভাবে আঘাত হানা যাবে? কিভাবে এই জাতির মধ্যে রজোগুণের সঞ্চার করা যাবে? এই সমস্ত প্রশ্ন স্বামীজির মনকে তোলপাড় করে দিল। এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। ভারতমাতার অন্তিম ভূমিখণ্ডে দাঁড়িয়ে দূরে চোখে পড়ল ঐ শিলাখণ্ডটি। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের পরোয়া না করে ছোটোবেলায় কলকাতার গঙ্গায় দাপানো স্বামীজি সাঁতার কেটে পার হয়ে ঐ শিলাখণ্ডে চলে গেলেন। সেখানে জনমানব নেই। ৩ দিন একটানা ওখানে ধ্যানে বসলেন। তাঁর সামনে জলরাশির ওপারে বিশাল ভারতবর্ষ। মনের চক্ষু দিয়ে ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান দেখতে লাগলেন, আর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন পথ কী? উপায়ই কী? সেই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তিনি যেন কিছু পথের সন্ধান পেলেন। তিনি যেন অন্তরের নির্দেশ পেলেন যে এ কাজ তাঁরই। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সে তো নিজের মোক্ষের জন্য সংসার ছেড়ে সাধনা তপস্যা করে। কিন্তু বিবেকানন্দর মনে পড়লো তাঁর গুরুর তীব্র ভর্ৎসনা, ''ছিঃ! আমি ভেবেছিলাম তুই বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, তোর ছায়ায় এসে অসংখ্য পাপীতাপী মানুষ আশ্রয় পাবে, আর তুই কিনা স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের মোক্ষের কথা ভাবছিস!''

গুরুর তিরস্কারের সেই স্মৃতির চাবুক যেন স্বামীজীকে ঝাঁকুনি দিলো আর পথও দেখালো। গোটা ভারতের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিল একজন ২৯ বছরের যুবক।

হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি, গোটা ভারতের ভার স্বামীজী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু হাজার বছরের পরাধীন একটা জাতির তো সবকিছুই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ১০০০ বছরের বিদেশী লুণ্ঠনের পরে দেশের সীমাহীন দারিদ্র, অশিক্ষা ও কুসংস্কার। গোটা উত্তর ভারতের একটাও পুরনো মন্দির আস্ত নেই। ধ্বংস হয়ে গেছে নালন্দা তক্ষশিলার মতো সমস্ত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ধর্মান্তরকরণের ফলে এক চতুর্থাংশ মানুষ বিধর্মী হয়ে গিয়েছে। বিরাট দেশ আর তার উপর এই বিরাট ধ্বংসস্তূপ। এই অবস্থা থেকে জাতিকে টেনে তোলার সংকল্পকে দুঃসাহস বলা যাবে, নাকি পাগলামি বলতে হবে? যে যাই ভাবুক না কেন ২৯ বছরের সেই যুবক কিন্তু সেদিন সেই সংকল্পই করেছিল। তাঁর কাছে এ ছিল তাঁর গুরুর নির্দেশ, আর আমাদের কাছে তা বিধির বিধান। **ঐ তিনদিনে তিন সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝখানে ঐ শিলাখণ্ডের উপরেই এক নতুন বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল।** তাই ঐ শিলাখণ্ড শুধু বিবেকানন্দ ভক্তদের কাছেই স্মরণীয় নয়, তা আমাদের গোটা জাতির জীবনেও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সেই জায়গাটাতে স্বামীজীর কোনো স্মৃতিচিহ্ন ছিল না। তাঁর জন্মশতবর্ষে ১৯৬৩ সালে তৎকালীন মাদ্রাজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে একটা স্বামীজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সমিতির কর্মকর্তারা ঠিক করেছিলেন স্বামীজীর স্মৃতিতে একটি প্রস্তরফলক ঐ শিলাখণ্ডের উপরে স্থাপন করবেন। সেই মতো করেওছিলেন। কিন্তু ঐ কন্যাকুমারী জেলাটি বহু খৃস্টানদের বসবাস। তাদের মধ্যে মাছ ধরা জেলেও প্রচুর। তারা একদিন রাতের অন্ধকারে নৌকা করে ওখানে গিয়ে ঐ পাথরের ফলকটা ভেঙে দিয়ে একটা বড় আকারের পাথরের ক্রশ লাগিয়ে দিয়েছিল, ফলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মাদ্রাজ রাজ্য সরকার পুলিশের পাহারা বসিয়ে দিল। ফলে ঐ শিলাখণ্ডে আর কোনোকিছু করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। হিন্দুদের জন্য সেটা এক চরম লজ্জার বিষয়। কিন্তু মাদ্রাজে আর.এস.এস.- এর সংগঠন খুব দুর্বল। তাদের পক্ষে কিছু করার ছিল না। কিন্তু সেই সমিতির সদস্যরা একটা কাজ করলেন যার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল নাগপুরে গিয়ে আর.এস.এস.-এর সরসংঘচালক শ্রী গুরুজী গোলওয়ালকর-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে পরিস্থিতির কথা জানিয়ে কন্যাকুমারীর ঐ শিলাখণ্ডের উপর স্বামীজীর একটি মূর্তি বসানোর জন্য সাহায্য চাইলেন। গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি সাহায্য চান? তাঁরা সংঘের একজন কার্যকর্তাকে চাইলেন, তাঁর নাম শ্রী একনাথ রাণাডে। একনাথজী তখন আর.এস.এস.-এর সর্বভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্বে আছেন। তার আগে তিন বছর তিনি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন—সরকার্যবাহ বা General Secretary। গুরুজী তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং একনাথজীকে ঐ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বললেন। তারই পরিণাম আজকের কন্যাকুমারীতে তিন সমুদ্রের মাঝখানে ঐ সুন্দর বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দির ও মূর্তি। ঐ মন্দিরটি ভারতের সম্মান বাড়িয়েছে। হিন্দু ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু এই কাজ প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ এর বিপক্ষে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এবং মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলম। তখনও তামিলনাড়ু নামটি প্রচলিত হয়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কাজের বিরোধিতা করছেন সেই কাজের অনুমতি জোগাড় করে সেই কাজকে সফল ও সম্পূর্ণ করলেন যে মানুষটি, সেই একনাথ রাণাডেকে আজ সমস্ত সচেতন হিন্দুরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাঁর অবদানকে স্মরণ করে। অসংখ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তরাও একনাথ রাণাডের অবদানকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে।

কিন্তু কী ছিল সেই একনাথ রাণাডের শক্তি? তিনি কি একজন দেবতা ছিলেন? না, তিনি আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাহলে কোন্ শক্তিতে তিনি সেই পাহাড় প্রমাণ বাধা অতিক্রম করলেন? সেটা বলার জন্যই আমার আজকের এই লেখা।

তিন বাধার নাম শুনে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাধাটা ছিল সরকারি, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বাধা। তিন জনেই তো অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একই দলের অর্থাৎ কংগ্রেসের। সেই বাধাকে একনাথজী কি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন? ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতে কংগ্রেসের বিরোধী রাজনৈতিক দল বা শক্তি ছিলই বা কতটুকু? যেটুকু ছিল তার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের বিরোধী ছিল। আর আর.এস.এস.-এর নিকটবর্তী দল ভারতীয় জনসংঘের তখন মাত্র ১৪টা এম.পি. ছিল। কিন্তু একনাথ রাণাডে ঐ মন্দিরের স্বপক্ষে মোট ৩২৩ জন এম.পি.-র সই সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি পেশ করেছিলেন। এটা কি প্রায় অসম্ভব ছিল না? কী করে সম্ভব করলেন একনাথজী এই কাজ? প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বিরোধিতা করছেন বলে একনাথজী যদি শুধু বিরোধী দলগুলির সাহায্য নিয়ে এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন তাহলে কি তিনি তা পারতেন? তাই এই মন্দির নির্মাণের ইস্যুটিকে একনাথজী কোনোভাবেই একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা হতে দেননি। এবং সমস্ত দলগুলির সংকীর্ণ গণ্ডির উর্দ্ধে তুলে ধরে একে জাতীয় এজেন্ডায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ফলে সবাই এটাকে নিজেদের বলে ভাবতে পেরেছিল।

আজকে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলনের সঙ্গে কন্যাকুমারী মন্দিরের একটু তুলনা করুন তো! ১৯৬৩ সালের একনাথজী দায়িত্ব পেলেন, ১৯৭০ সালে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়ে দিলেন। মাত্র ৭ বছর। আর অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৮৪ সালে। আজ ২০১৮ সাল, ৩৩ বছরেরও একটা ইঁটও গাথা যায়নি। অথচ এখন সেই দল বিজেপির হাতে ২৮২ টা এম.পি., আর তখন ছিল মাত্র ১৪টা। এই ব্যর্থতার কারণটা পাঠক বুঝতে পারছেন কি? অযোধ্যা আন্দোলন শুরু থেকেই হয়ে গিয়েছে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের দলীয় এজেন্ডা। আর একনাথ রাণাডে তাঁর ইস্যুকে রাষ্ট্রীয় এজেন্ডার রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোনোভাবেই একটিমাত্র রাজনৈতিক এজেন্ডাতে পরিণত হতে দেননি। তাই নেহেরু যে চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন তা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির চাপ ছিল না। তা ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তির চাপ।

আমাদের দেশেও খুব বড়ো আর সমাজও খুব বিশাল। গোটা ইউরোপের ৫০টি দেশের মোট জনসংখ্যার আড়াই গুণ শুধু আমাদের দেশের জন্যসংখ্যা। তাই আমাদের দেশের ও সমাজের আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজ বাকি আছে। অনেক বড়ো বড়ো এজেন্ডা পূর্ণ করতে হবে। এইসব কাজগুলি এতোটাই বড়ো, এতটাই কঠিন ও এতোটাই সময়সাপেক্ষ যে কোন একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সহমতি ও শক্তিতে তা সম্পূর্ণ করা যাবে না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক) আমাদের দেশে জাতপাত বা সামাজিক ভেদাভেদের সমস্যা। (খ) দেশের লক্ষ লক্ষ মন্দির, শত শত ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রমুখী ও সমাজ সংবেদনশীল করা, (গ) সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থান, (ঘ) দেশের বিশাল মুসলিম সমাজের ভারতীয়করণ অথবা হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা, (ঙ) গঙ্গা সহ সমস্ত নদীর স্বচ্ছতা, (চ) বিশাল শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের প্রতি সহানুভূতি নির্মাণ ও তাদের আর্থিক শোষণ মুক্তি, (ছ) সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এই কোনো কাজই একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের শক্তিতে সম্ভব নয় এবং ৫-১০ বছরেও সম্পূর্ণ করা যাবে না। কোনো একটি বড়ো দল ও সরকার যদি এর কোনো একটি কাজ হাতে নেয়, কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতা থেকে সরে যায় তাহলে কাজটাতো মাঝপথেই নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি দলেরই জয়-পরাজয় আছে। তাই যে কোনো বড়ো মাপের কাজ, বিশেষ করে সামাজিক বা ধর্মীয় কাজ কিছুতেই একটিমাত্র পার্টির দলীয় এজেন্ডাতে পরিণত হতে দিলে চলবে না। তাহলে সেই কাজ ব্যর্থ হবে।

এই লেখক, আমি তো কর্মজীবনের একটা নতুন পর্বে প্রবেশ করতে চলেছি। তার নাম—ঘরে ফিরিয়ে আনা। কয়েকশত বছর আগে আমাদের সমাজের যে অংশ বিদেশী ও বিধর্মী শাসকের চাপের মুখে ধর্মান্তরিত হয়ে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে হিন্দুধর্মে ও হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনা। এদের সংখ্যা যে বিশাল। ভারতে এখন প্রায় ২০ কোটি মুসলমান। এদেরকে তো কেটে ফেলা যাবে না! তাহলে কি মোল্লা, মৌলবী ও জেহাদীদের হাতেই এদেরকে আমরা ছেড়ে রাখবো? তাহলে কি আমরা হিন্দুরা শান্তিতে থাকতে পারবো? না পারবো না। সুতরাং এদেরকে হিন্দু সমাজের ভিতরে নিয়ে আসাই ওদের ও আমাদের উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। আর সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারবেন যে বিশ্ব পরিস্থিতিও আমাদের এই কাজের জন্য দিন দিন অনুকূল হয়ে চলেছে। তাই এই কাজে আমাদের নামতে হবে। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই বিশাল কাজ কোনো একটি-দুটি রাজনৈতিক দলের সাধ্য নয়। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই কাজ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। দলের ছোঁয়া লাগলেই.....। ৩৪ বছরে একটা সামান্য মন্দির করতে পারে না, আর ২,০০০ লক্ষ মুসলমানকে হিন্দু করা! অসম্ভব। তাই আমাদের সাধনা শুরু হোক সমগ্র হিন্দু সমাজকে এই কাজে সামিল করা। তার রোল মডেল হোন শ্রী একনাথ রাণাডে।

‘তরুণ হিন্দু’ দলের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যোগদান হিন্দু সংহতির নেতা আর কে সিং-এর

গত ২৮শে জানুয়ারী, রবিবার ঝাড়খন্ডের ধানবাদে নীলমাধব দাস প্রতিষ্ঠিত ‘তরুণ হিন্দু’ দলের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য হিন্দু সংহতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই কথা মাথায় রেখে এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজীব কুমার সিং। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির প্রবীর খেমকা, হিন্দু মহাসভার নেতা রাজ্যশ্রী চৌধুরী এবং ঝাড়খন্ডের প্রাক্তণ মন্ত্রী শ্রীমতি অপর্ণা সেনগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে তরুণ দলের পক্ষ থেকে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দ্রুত চালু করার দাবি তোলা হয়। ‘তরুণ হিন্দু’ দলের এই দাবিকে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে উপস্থিত আর কে সিং সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন। এই অনুষ্ঠানের শেষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়।

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের ‘টোলকালীর’ গয়না লুঠ

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে গত ২৯শে জানুয়ারী, সোমবার বাস দুর্ঘটনার পর নিকটবর্তী টোল গেটের সংলগ্ন মন্দিরে হামলা চালিয়ে দেবীর গয়না লুঠের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর হতাশ হয়ে পড়েছেন টোল গেট কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ঘটনাটি নিয়ে থানায় অভিযোগও জানিয়েছেন। এই ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও তাঁরা পুজো বন্ধ করছেন না।

গত ২৯শে জানুয়ারী, সোমবার মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার পর উদ্ধার কাজ নিয়ে ঢিলেমির অভিযোগ তুলে জনতার একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ ও প্রশাসনের উপর হামলা চালানোর পাশাপাশি ক্ষিপ্ত জনতার একাংশ টোল গেটের অফিসে চড়াও হয়। ভাঙচুর চালানোর পর অগ্নিসংযোগ করে অফিসের আলমারি থেকে প্রতিমার গয়না লুঠ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় টোল গেটের কর্মী সঞ্জীব দে জখম হন। তিনি ঘটনাটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টোলের কর্মী সঞ্জীব দে বলেন, ‘‘প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের অমাবস্যায় কালী পুজো হয়। রাতভর পুজোর পর সূর্য ওঠার আগে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতি বছরই স্থানীয় বাসিন্দারা কালী মাতার কাছে সোনা ও রুপার গয়না দান করেন। পুজোর পর তা টোল গেটের অফিসের আলমারিতে রাখা হয়। এই অবস্থায় হামলাকারীরা ৩ ভরির মতো সোনার গয়না ও ১০ ভরির মতো রুপার গয়না, প্রায় নগদ ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা লুঠ করেছে। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তবে এবার ১৫ ফেব্রুয়ারী পুজো। নিয়ম, নীতি মেনে এবারও পুজো করা হবে।’’

সিআইডির গাফিলতিতে জামিন পেল জালনোটের কারবারি আসাদুল্লা বিশ্বাস

সিআইডির গাফিলতিতে জামিন পেয়ে গেল জালনোট পাচারে অভিযুক্ত আসাদুল্লা বিশ্বাস। নিয়মমাফিক ১৮০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করতে হলেও, ১৮১ দিনের মাথায় তা পেশ করেন সিআইডির তদন্তকারীরা। আসাদুল্লা আবার মালদহের কালিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য ছিলেন, যদিও পরে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন ইউপিএ(বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন)-তে অভিযুক্ত জালনোট পাচারকারীদের পান্ডা জামিনে ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় সিআইডিকে দুষছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এনআইএ-এর এক কর্তার কথায়, ‘‘সিআইডি যদি একদিন আগে চার্জশিট দিত, তাহলে অভিযুক্ত জামিন পেত না।’’ সিআইডির কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

বর্তমানে এনআইএ-এর হাতে মামলাটি থাকায়, গত ২৫শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট এনআইএ বিশেষ আদালতকে (নগর দায়রা আদালত) ২ লক্ষ টাকার দু’টি সিয়োরিটি বন্ডে আসাদুল্লাকে জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তার আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, ‘‘ইউপিএ অনুযায়ী, চার্জশিট দাখিলের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া সহ আরও যে সব আইনি দিক পালন করার কথা, সিআইডি সেগুলি যথাযথভাবে পালন করতে পারে নি। তার ভিত্তিতে আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট তা মঞ্জুর করেছে।’’ ২০১৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কালিয়াচকের গোলমালের সময় আসাদুল্লার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়, তাতে সে গ্রেপ্তারও হয়। ওই মামলায় হেফাজতে থাকাকালীনই তার বাড়ির থেকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার জালনোট উদ্ধার হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ২২ সেপ্টেম্বর জালনোট পাচারের অভিযোগে দ্বিতীয় মামলা রুজু করে মালদহ জেলা পুলিশ। পরবর্তীকালে তদন্তভার নেয় সিআইডি। আদালতের অনুমতির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু করে সিআইডি। প্রথম মামলায় জামিন পেয়ে যায় আসাদুল্লা। কিন্তু দ্বিতীয় মামলার জন্য জেলে থাকতে হয় তাকে। ইউপিএ ধারা অনুযায়ী ওই মামলায় ১৮০ দিনের মধ্যেই চার্জশিট পেশ করার কথা। কিন্তু সিআইডি তা পেশ করতে পারেনি। সিআইডি চার্জশিট পেশ করে ১৮১ দিনের মাথায়। নির্দিষ্ট সময়ে সিআইডি চার্জশিট দিতে না পারায় মালদহ আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ২১ মার্চ জামিনের আবেদন করে আসাদুল্লা।

কাসগঞ্জ দাঙ্গায় মূল অভিযুক্ত সালিমকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

কাসগঞ্জ হিংসায় খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। আলিগড় রেঞ্জের আইজি সঞ্জীব গুপ্তা জানিয়েছেন, ২২ বছরের কলেজ পড়ুয়া চন্দন গুপ্তা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সালিমকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বলেন, সালিম আর তার দুই ভাই নাসিম ও ওয়াসিম ওই ঘটনায় অভিযুক্ত। আইজি জানিয়েছেন, চন্দনের দিকে গুলি ছোঁড়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে সালিম। তবে সালিমকে ধরা গেলেও, তার দুই ভাই এখনও বেপাত্তা। তাদের খোঁজে চালাচ্ছে পুলিশ। কাসগঞ্জের এসপি পীযূষ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নোটিশ তাদের বাড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের রেয়াত করা হবে না। এরপরেই এদিন মূল অভিযুক্তকে কাসগঞ্জ থেকেই গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাসগঞ্জের ঘটনার যে রিপোর্ট যোগী সরকার পাঠিয়েছে, তাতে ঘটনাটি পরিকল্পিত হতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে আরও জোর তল্লাশি ও খোঁজখবর নেওয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

আসানসোলের বারাবনিতে হনুমান মন্দিরের সামনে গরুর হাড় ফেললো মুসলিমরা, শক্ত প্রতিরোধ হিন্দুদের

গত ২৯শে জানুয়ারী, সোমবার সকালবেলায় আনুমানিক সাতটার সময় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল শহরের পাশের বারাবনি পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চগাছিয়া মোড়ের কাছে থাকা হনুমান মন্দির লক্ষ্য করে এক মুসলিম ব্যক্তি গরুর হাড় ছুঁড়ে দেয়। তারপর ওই মুসলিম ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় একজন হিন্দু ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলেন। তখন খবর পেয়ে আশেপাশের হিন্দুরা ছুটে আসেন এবং ওই ব্যক্তিকে প্রচুর মারধর করেন। তখন জানা যায় ওই ব্যক্তি পাশের মসজিদপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তখন ক্ষিপ্ত হিন্দুরা দলবেঁধে মসজিদপাড়া এলাকায় গিয়ে মুসলিমদের প্রচুর মারধর করে। এমনকি উত্তেজিত হিন্দুরা মসজিদ লক্ষ্য করে পাথরও ছোঁড়ে। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসেন বিধায়ক শ্রী মানিক উপাধ্যায়।

তিনি দুপক্ষকে শান্ত করেন এবং তিনি ব্যাপারটি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে ঐদিন সন্ধ্যায় বিধায়ক হিন্দু-মুসলিম দুপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় যারা এই কাজ করেছিল তাদেরকে ৫০,০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়, যা মন্দিরের রং ও সংস্কার করার কাজে খরচ করা হবে বলে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত পঞ্চগাছিয়া মোড়ের হিন্দুরা জানিয়েছেন।

মুসলিম বন্ধুর কীর্তি ঃ হিন্দু বন্ধুকে খুন করে গঙ্গায় ফেলে দিল দেহ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জগদ্দল থানা এলাকায় টাকার জন্য নিজের হিন্দু বন্ধুকে খুন করে গঙ্গায় ফেলে দিল তারই তিন মুসলিম বন্ধু। তারপর বাড়িতে ফোন করে মুক্তিপণ দাবি করলো তারা। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার মহম্মদ জাহিদ, মহম্মদ সরফরাজ এবং মহম্মদ উকিল নামে তিন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৃতের নাম অভিষেক চৌবে ওরফে প্রিন্স (১৮)। বাড়ি পূর্বাশা এলাকায়। সে স্থানীয় হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রেলকর্মী প্রিন্সের বাবা বেশ কিছু দিন আগেই মারা যান। তার দিদি পূজা সাউ ও জামাইবাবু সুশান্ত সাউয়ের দিল্লিতে দু’টি ফিটনেস সেন্টার রয়েছে। তাঁরাই আদরের ভাইকে দামি জুতো, বাইক কিনে দিয়েছিলেন। জাহিদ আর সরফরাজ প্রিন্সের বন্ধু হলেও তার থেকে বয়সে তিন বছরের বড়ো। তারা পড়াশুনা করতো না।

গত ২০ জানুয়ারী প্রিন্স টিউশন যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর জাহিদ ও সরফরাজ ফোন করে তাকে কাঁকিনাড়া স্টেশনে ডাকে। বেড়াতে যাবে বলে ট্রেনে করে তারা তিনজনে হুগলী ঘাট স্টেশনে যায়। সেখানে একটি জায়গায় বসে মদ খায়। পরে জুবিলি ব্রিজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে শ্বাসরোধ করে মাঝগঙ্গায় প্রিন্সকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় তারা। এরপর উকিলের সাহায্য নিয়ে প্রিন্সের মোবাইল থেকে বাড়ির লোকজন ফোন করে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়।

ঘটনার পরদিনই জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও বাড়ির লোকজন মুক্তিপণের টাকা দিতে রাজি হয়ে যান। তারা কখনও টিটাগড়, কখনও নৈহাটি, ব্যারাকপুর, আগড়পাড়া স্টেশনের লাইনের ধারে টাকা রেখে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। টাকা রাখা হলেও পুলিশের ভয়ে তারা আসেনি। এর মধ্যে পুলিশ দুই বন্ধুর কথা জানতে পারে। তাদের মোবাইল ট্র্যাক করে জানতে পারে তারাই এই কাজে যুক্ত। তারপর গত শনিবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি জেরার মুখে পড়ে তারা প্রিন্সকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে।

কোচবিহার-বাংলাদেশ সীমান্তে জওয়ানকে খুন করলো পাচারকারীরা

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক জওয়ানের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হল কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তে। সাহেবগঞ্জ থানা এলাকায় গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁর সার্ভিস রাইফেল থেকেই গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ নিশ্চিত। জওয়ানের দেহে গুলির ক্ষতচিহ্ন মিলেছে। আদতে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এর বাসিন্দা বিএসএফের ৪২ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান অরবিন্দ কুমারের (২৫) মৃত্যুর পিছনে গরুপাচারকারীদের হাত আছে বলে পুলিশের অনুমান। কোচবিহারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে বলেন, ‘‘ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখলে কারণ স্পষ্ট হবে। পাচারকারীদের পাশাপাশি এর পিছনে অন্য কোনও বিবাদ আছে কি না, তাও দেখা হচ্ছে।’’ দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকে সাহেবগঞ্জের কাছে দুর্গানগর সীমান্ত চৌকি এলাকায় রাতে আচমকা গুলির শব্দ শুনে সেখানে ছুটে গিয়ে অরবিন্দের দেহ দেখতে পান সেখানে নিযুক্ত অন্য জওয়ানরা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান বিএসএফের কোচবিহার সেক্টরের ডিআইজি সি এল বেলওয়া। সকালে কোচবিহারের পুলিশ সুপার ভোলনাথ পান্ডে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডি দিব্বা, দিনহাটার এসডিপিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের বিডিও অমর্ত্য দেবনাথ সহ পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। জওয়ানের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, পুলিশ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারলেও সাহেবগঞ্জ সহ দিনহাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানে যুক্তরাই যে এর পিছনে আছে, সে সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংশয় নেই। জওয়ানের দেহের পাশে রাইফেল ছাড়াও তাঁর ওয়াকিটকি ও একটি দা উদ্ধার হয়েছে। তবে চোরাচালানকারীদের পাশাপাশি এই ঘটনার পিছনে বিএসএফের আভ্যন্তরীণ বিবাদ আছে কি না, পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে।

কাফ সিরাপ সহ ২ পাচারকারী আনজু বিবি এবং এনা বিবি গ্রেপ্তার

গত ২৬শে জানুয়ারী, শুক্রবার কোচবিহার জেলার দিনহাটার ভারত-বাংলাদেশ গীতালদহ সীমান্ত থেকে কাফ সিরাপ সহ দুই মহিলাকে বিএসএফ আটক করে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই মহিলার নাম আনজু বিবি এবং এনা বিবি। দু’জনেরই বাড়ি দিনহাটার গীতালদহে। তাদের কাছ থেকে ২০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। বিএসএফের দাবি, অভিযুক্ত দুই মহিলা কাফ সিরাপের বোতলগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। আগেও তারা এ কাজ করেছে। বিএসএফের কোচবিহার সেক্টরের ডিআইজি সিএল বেলওয়া বলেন, ‘‘সীমান্তের মহিলা জওয়ানদের উপস্থিত বুদ্ধির জেরে পাচার আটকানো সম্ভব হয়েছে। অভিযুক্তদের দিনহাটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।’’ তবে এদের পেছনের মূল চাঁইকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ালেন তপন ঘোষ

মঞ্চে বক্তব্যরত অবঃ মেজর জেনারেল জি. ডি. বক্সি

মঞ্চে বক্তব্যরত সংহতি সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য

পায় না। কারণ তখন এদের চোখে সেক্যুলারিজম-এর চশমা লাগানো থাকে।'' তিনি বাংলার হিন্দুদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে মুসলিম তোষণে কেউ কম যায় না। কারণ তৃণমূল ক্ষমতায় থেকে মুসলিম তোষণ করছে আর বিজেপি ক্ষমতায় আসার জন্য মুসলিম তোষণ করছে।

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''আজ সারা পৃথিবীতে ইসলামের সঙ্গে মানবতার লড়াই চলছে। সেই লড়াইতে যাতে বেশি রক্তপাত না হয়, বেশি মানব ক্ষয় না হয়, সে জন্যে ভারতের মুসলমানরা যাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে এস।'' তিনি হিন্দু সংহতির কর্মীদেরকে বলেন, আমাদেরকে মুসলিমদেরকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে, ওদের ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার জন্য। আসাম থেকে আসা ১৩ জনের একটি মুসলিম পরিবার যারা স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে এই মঞ্চ থেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ওই পরিবারকে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুস্পস্তবক দিয়ে বিরাট হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। ঐ সময় সভায় উপস্থিত হাজার হাজার কর্মী সমর্থক উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানায় হুসেন আলী ও তার পরিবারকে। শ্রী তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন যে ইজরায়েল, যা ইহুদিদের দেশ, তা হিন্দুদের প্রেরণা হওয়া উচিত। তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু তারা ১৮০০ বছর ধরে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্যে অপেক্ষা করেছে, মনে সংকল্প করেছে। প্রতি বছর নববর্ষের দিন তারা বাড়ির ছোটদেরকে বলেছে, Next Year to Jerusalem, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গিয়েছে, কিন্তু তারা জেরুজালেমে ফিরতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ইজরায়েল জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোলাল্ড ট্রাম্প। ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সব দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের দূতাবাস জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ইজরায়েলের এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী তপন ঘোষ। সেই প্রস্তাব সভায় উপস্থিত হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকেরা ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সমর্থন জানান। এছাড়াও তিনি সভামঞ্চ থেকে দাবি তোলেন যে পশ্চিমবাংলার হিন্দুর রক্ষাকর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে অবহেলা করেছে। তাই তিনি দাবি তোলেন যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে শ্রদ্ধা জানাতে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ''শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টার্মিনাস'' করতে হবে। এই দাবি জানিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর কাছে আবেদন জানান কেন্দ্র সরকারকে চিঠি লিখতে।

হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর খবর ইজরায়েলের সবচেয়ে বড়ো সংবাদপত্রে প্রকাশিত

ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলের বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় সংবাদপত্র হলো দি টাইমস অফ ইজরায়েল। আর সেই সংবাদপত্রে হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটি লিখেছেন ইজরায়েলের বিশিষ্ট সাংবাদিক আমন্ড বর্সচেল-ড্যান। সেই নিবন্ধে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। এমনকি ঐদিনের সভায় ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-এর দাবি যে ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেম, সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ নিবন্ধে গত ২০০৮ সাল থেকে বাঙালি হিন্দুর পাশে থেকে হিন্দু সংহতির লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, ৭০,০০০ হিন্দুর জমায়েত থেকে ভয়েস ভোটের মাধ্যমে ইজরায়েলের রাজধানী জেরুজালেম - এই দাবিকে সমর্থন জানানো হয়। এছাড়াও ওই নিবন্ধের মাঝে মাঝে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিভিন্ন ছবিও প্রকাশিত হয়।

হিন্দু সংহতিকে নিয়ে তুমুল হইহট্টগোল বিধানসভায়

হিন্দু সংহতি এবার পৌঁছে গেল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী উঠে দাঁড়িয়ে স্পিকারকে বলেন যে হিন্দু সংহতি কেন ও কিভাবে ধর্মতলায় ধর্মান্তরকরণ করলো, তার জন্যে বিশেষ আলোচনা করা হোক। সুজন চক্রবর্তীর এই বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে অন্যান্য বাম বিধায়করাও উঠে দাঁড়িয়ে একই দাবি জানাতে থাকেন। তিনি বিধানসভায় বলেন যে কলকাতার বুকে এইরকম একটি ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দু সংহতি এই কাজ করেছে। এই নিয়ে তিনি আলোচনার দাবি করেন। তার এই দাবি কংগ্রেসের আব্দুল মান্নানসহ অন্য বিধায়করাও উঠে দাঁড়িয়ে সমর্থন জানান। কিন্তু স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের এই দাবি মেনে নেননি। তখন বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা বিধানসভার মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেন। পুরো বিধানসভায় তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায়। কিন্তু স্পিকার বারবার এই বলে বোঝাতে থাকেন যে এটা বিধানসভায় আলোচনা করার মতো বিষয় নয়। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্পিকারকে সভার কাজ মুলতবি করতে বাধ্য করেন বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা।

হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পুলিশের

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার কলকাতার ধর্মতলার রানী রাসমণি এভিনিউতে হিন্দু সংহতির দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভাতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করে। খবরে প্রকাশ এই গ্রেপ্তার স্বয়ং মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ IPC-এর ৩০৭,৩২৬,

৪২৭ ও ৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু পুলিশের এই গ্রেপ্তারীতে অনেকেই চমকে গিয়েছেন। কারণ গত ২০১৪সালের নভেম্বরে এই ধর্মতলায় জমিয়তে-উলেমা-ই-হিন্দের সভা ছিল। সেই সভার নেতা ছিলেন সিদিকুল্লা চৌধুরী, যিনি বর্তমানে তৃণমূল সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী। সেই সভাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক ও পুলিশকে প্রচুর মারধর করা হয়। মুসলিমদের মারা ইঁটের আঘাতে কলকাতা পুলিশের তিনজন ডেপুটি কমিশনারের মাথা ফেটে যায়। তারা দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়ে ডালহৌসি ক্লাবে আশ্রয় নেন। ভাঙচুর করা হয় ডালহৌসি ক্লাবেও। খবর করতে গেলে ২৪ ঘন্টার সাংবাদিককে বেধড়ক মারধর করা হয়। ২৪ ঘন্টার নিউজ ভ্যানে ভাঙচুর চালায় মুসলিম জনতা। কিন্তু সেদিনের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশের দায়ের করা সেই অভিযোগের বর্তমানে কী অবস্থা, তার খবরও রাজ্যের মানুষের জানা নেই। সেদিনের সেই অপরাধী তোষণের সুবিধা লাভ করে বর্তমানের গ্রন্থাগার মন্ত্রী। কিন্তু সেই ২৪ঘন্টার সাংবাদিকের মাথায় হাল্কা আঘাতেই চাটুকার কলকাতা পুলিশ নড়েচড়ে বসলো এবং শ্রী তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করলো। কলকাতা পুলিশের এই হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদমূলক আচরণে বাংলার হিন্দু জনগণ স্তম্ভিত। শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় মঞ্চের ওপর থাকা সত্ত্বেও তার ওপর খুনের চেষ্টা, মারধর করার অভিযোগ আনাতে অনেক অভিজ্ঞ আইনজীবীও স্তম্ভিত।

তবে এই ঘটনা ঘিরে সংবাদপত্রগুলো একযোগে ন্যাক্কারজনক ভাবে হিন্দু সংহতির বদনাম করতে মাঠে নেমে পড়েছে। বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রথম সারির সংবাদপত্র হিন্দু সংহতির দোষ দেখতে পাচ্ছে এই ঘটনায়। কিন্তু বিগত দশ বছর ধরে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ হিন্দুর একমাত্র আশা-ভরসা যে হিন্দু সংহতি, সে বিষয়ে কোনোদিন এই মিডিয়াকে লিখতে দেখা যায়নি। এদিনের সভার শেষলগ্নে সাংবাদিকদের অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাংবাদিকরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা পরিবারটিকে প্রশ্ন করে—তপন ঘোষ কি তাদের জোর করে বা অর্থ দিয়ে ধর্মান্তরিত করেছে? News Nation-এর মহিলা সাংবাদিক হিন্দু সংহতিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করে বলেন "Hindu Samhati - my foot"। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হিন্দু সংহতির কর্মীরা, যারা হিন্দু সংহতিকে ভালোবাসেন। তারপরেই তারা সাংবাদিকদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও মেরুদন্ডহীন মিডিয়ার করা অভিযোগ এবং নির্লজ্জ পুলিশের মুসলিম তোষণের জন্যে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় আজ জেলে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সভায় আসার পথে বিষ্ণুপুর ও উলুবেড়িয়াতে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হিন্দু সংহতির কর্মীরা

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, বুধবার কলকাতার বুকে ধর্মতলার রানী রাসমণি এভিনিউতে হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীরা গাড়ি করে সভায় আসছিল। কিন্তু আসার পথে পাকিস্তানপন্থী জিহাদি মুসলমানরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর এবং হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে হিন্দু সংহতির কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার হিন্দু সংহতির কর্মীরা ৩টি গাড়ি করে যখন নওহাজারীর পোলের ওপর দিয়ে পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগান দিতে দিতে আসছিল, তখন স্থানীয় মুসলিমরা গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে। পরে বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনতা সংহতি কর্মীদের গাড়ি ঘিরে ধরে। এবং দাবি করে যে এই এলাকায় পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগান দেওয়া চলবে না। এই নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই সংঘর্ষে হিন্দু সংহতির কয়েকজন কর্মী আহত হয়। পরে বিষ্ণুপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার ফলে সংহতি কর্মীরা ১৪ই ফেব্রুয়ারী-এর সভায় যোগ দিতে পারে নি।

অন্যদিকে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার হিন্দু সংহতির কর্মীরা ৬টি গাড়ি করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী-র জনসভায় যোগ দিতে আসছিল। কিন্তু একটি গাড়ি একটু পিছনে থেকে যায়। আর সেই গাড়িটিকে লক্ষ্য করে মুসলিমরা নিমদিঘির ফকিরপাড়া মোড়ের কাছে ইট ছোঁড়ে। সেই ইটের আঘাতে গাড়ির ড্রাইভার ও সামনে বসা দু'জন হিন্দু সংহতির কর্মী আহত হয়। পরে কর্মীরা নেমে মুসলিমদের তাড়া করে এবং মুসলিমরা পালিয়ে যায়। পরে গাড়িটি ধর্মতলার সমাবেশে এসে পৌঁছায়। এই ঘটনায় সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য নিন্দা প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, পুলিশ এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলেই তিনি আশা করেন।

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জেলায় জেলায় ডেপুটেশন কর্মীদের

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হিন্দু সংহতির দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের দিন সাংবাদিকদের মারধর করার কারণ দেখিয়ে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়কে সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করে কলকাতার হেয়ার স্ট্রীট থানার পুলিশ। তারপর দুইবার কোর্টে তোলা হলেও শ্রী ঘোষকে নানা অজুহাতে জামিন দেওয়া হয়নি। আর তাই শ্রী ঘোষের মুক্তির দাবিতে রাজ্যব্যাপী জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হলো। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং নদীয়া জেলার কর্মীরা ঐসব জেলার জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেয়। কর্মীরা দলবদ্ধভাবে বেশ কয়েকটি জায়গায় শ্রী ঘোষ মহাশয়ের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর ও ক্যানিং-এ কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশহর রায়গঞ্জে কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়। মেদিনীপুর শহরে হিন্দু সংহতির সহ-সম্পাদক শ্রী সৌরভ শাসমলের নেতৃত্বে কর্মীরা জেলাশাসকের অফিসের সামনে ধর্না দেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন যে ডেপুটেশন হলো প্রথম পর্ব, তপন ঘোষের নিঃশর্ত মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

পত্রিকায় অপপ্রচার হিন্দু সংহতির নামে

কতগুলো ছেলে হাত তুলে উদাম নৃত্য করছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মদ্যপানও করছে। আনন্দবাজার পত্রিকার দাবি এরা সকলেই হিন্দু সংহতির কর্মী। ১৪-ই ফেব্রুয়ারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হাওড়া জেলা থেকে আগত এইসব কর্মীদের ছবি পত্রিকাটিতে ফলাও করে ছাপা হয়। এদের কারো কারো বক্তব্য পত্রিকায় ছাপা হয়। তারা নাকি আনন্দবাজারের সাংবাদিককে জানিয়েছে, ''সভা তো শেষ হয়ে গেছে, এবার একটু ফূর্তি করবো না।''

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, প্রথম সারির এই বাঙলা দৈনিক পত্রিকাটি সম্পূর্ণভাবে সত্যের অপলাপ করেছে। ছবিতে নৃত্যরত (মদ্যপান করেছিল কি না সেটা ছবি দেখে বলা সম্ভব নয়) ছেলেগুলো হিন্দু সংহতির কর্মীই নয়। প্রকৃত সত্য হল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি ছিল। ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ডের কাছে বক্স বাজিয়ে শিবরাত্রি পুজোর আয়োজন করেছিল স্থানীয়রা। তারাই ওখানে নাচানাচি করছিল। পিছন দিয়ে সংহতি কর্মীর ছবিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আর তাকেই বিকৃত করে ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সম্ভবত ঐ দিন সভার শেষ পর্বে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংহতি কর্মীদের বচসার জেরেই আক্রোশবশতঃ এই বিকৃত খবর প্রকাশ করা হয়েছে বলে সংগঠনের সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন।

উনসানিতে ইসলামি জলসা ঘিরে তান্ডব

উনসানির ইটখোলা অঞ্চলে ইসলামিক জলসাকে ঘিরে তান্ডব চালালো মুসলিম সমাজের লোকেরা। বেশ কয়েকটি হিন্দুদের বাড়ি, দোকানে ভাঙচুর চালায় তারা। তাদের মারে এলাকার বেশ কয়েকজন হিন্দু আহত হয়। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দু সংহতি কর্মী সুকুমার মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার সূত্রপাত, উক্তদিন এলাকায় মুসলিম সমাজের একটি জলসা ছিল। ঐ একইদিনে ইটখোলার একটি স্থানীয় ক্লাব তাদের পিকনিক আয়োজন করেছিল। তারা যখন মাইক বাজাচ্ছিল তখন জলসার কর্মকর্তারা তাদের মাইক বন্ধ করতে বলে। ক্লাবের ছেলেরা মাইক বন্ধ করতে রাজি না হলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ইতিমধ্যে জগাছা থানা থেকে পুলিশ চলে আসে। সমস্ত শুনে তারা ক্লাবকে মাইক বন্ধ রাখতে বলে। ইতিমধ্যে হিন্দু পাড়ার মধ্যে বিশাল বড় গেট তৈরি করতে শুরু করে জলসার আয়োজকরা। এবারও সরাসরি হিন্দুরা বাধা দিয়ে বলে হিন্দুপাড়াতে তারা জলসার গেট করতে দেবে না। তখন ক্ষিপ্ত প্রায় পাঁচশো মুসলিম পুলিশের সামনেই গালিগালাজ করে হিন্দুদের মারতে শুরু করে। হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় নগণ্য। তাদের মারে সংহতি কর্মী সুকুমার সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। মুসলমানরা হিন্দুদের দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর করে অভিযোগ। এই সময়ে জগাছা থানার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেও কোন লাভ হয় নি বলে স্থানীয়রা জানান।

ঘটনার পর দুষ্কৃতিদের নামে জগাছা থানায় অভিযোগ করে এলাকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু হিন্দুদের এই অভিযোগকে জগাছা থানার ওসি কোনো গুরুত্ব দেয় নি। অথচ মুসলমানরা হিন্দুদের নামে অভিযোগ করলে বেশ কয়েকটি ধারা দিয়ে জগাছা থানা তাদের নামে একটি কেস দায়ের করে। পুলিশের এমন বিমাতৃসুলভ আচরণে এলাকার হিন্দুরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

লাভ-জিহাদের শিকার নন্দীগ্রামের সুপ্রিয়া দাস

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রানিচর গ্রামের বাসিন্দা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, সুপ্রিয়া দাসকে (নাম পরিবর্তিত, বয়স ১৭ বছর) গত ২৯শে জানুয়ারী ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায় সাতাঙ্গাবাড়ি গ্রামের শেখ সুফিয়ান আলি, পিতা - শেখ আফতার আলি। মেয়েটির মা নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার FIR No - ৪১/১৮। পুলিশ অভিযুক্ত মুসলিম যুবক শেখ সুফিয়ান আলীর বিরুদ্ধে IPC-৩৬৯,৩৬৫ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পুলিশ যথেষ্ট দেরী করছে। এমতাবস্থায় মেয়েটির পরিবার তাদের মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য হিন্দু সংহতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত লাভ-জিহাদের শিকার কিশোরী সুপ্রিয়াকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ- প্রশাসন।

বর্ধমানের সত্যানন্দপুরের বাবা সত্যেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান অতিথি শ্রী তপন ঘোষ

পূর্ব বর্ধমান জেলার সত্যানন্দপুরের ওলাইচন্ডীতলা গ্রামটি পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা ছিন্নমূল হিন্দু অধ্যুষিত। ওই গ্রামের কালীমাতা সেবা সমিতি প্রতিবছর বাবা সত্যেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে থাকে। এই বছর এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাণপুরুষ ও প্রধান উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। গত ২৯শে জানুয়ারী, সোমবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়ের আগমনকে ঘিরে স্থানীয় হিন্দু জনতার মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। প্রথমে শ্রী ঘোষ মহাশয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দুর্গেশানন্দ মহারাজ ও সমাজসেবী অখিল ভদ্র। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মন্দির প্রাঙ্গনে একটি অশ্বত্থ গাছের চারা রোপন করেন - যা অত্যন্ত সম্মানীয় কাজ বলে গণ্য করা হয়। তারপর তিনি তাঁর মূল্যবান

বক্তব্য উপস্থিত হিন্দু জনতার সামনে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বাংলাদেশে হিন্দু জনসাধারণের ওপর দশকের পর দশক ধরে অত্যাচার হলেও এদেশে বাংলাদেশ থেকে চলে আসা হিন্দুদের ঘুম ভাঙে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তারা একটি অন্যায় করেছেন। তা হলো, এই যে তারা বর্তমান প্রজন্মের কাছে সত্যিটা লুকিয়েছেন। বলা উচিত যে কেন তারা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষে হিন্দু জনতার উদ্দেশ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আদিবাসীদের জমি দখলের চক্রান্ত ঃ প্রতিবাদ হিন্দু সংহতির

বাঁকুড়া জেলার পাত্র সায়ের থানা, ক্রুশ দ্বীপ অঞ্চল, গ্রাম - গোটগোবিন্দপুরে প্রায় ৫০ ঘর হিন্দু লোকের বসবাস। পাশে জামশোল গ্রামে ১৫০ ঘর মুসলমানের বসবাস।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে হঠাৎ করে পাশের জামশোল গ্রাম থেকে প্রায় ৭০-৮০ জন মুসলমান এসে গোটগোবিন্দপুর গ্রামের পাশের ফরেষ্ট অফিসের জঙ্গল কেটে ফেলে ও বাদল মুর্মূ নামে এক আদিবাসীর সাড়ে ৩বিঘা (তিন বিঘা) জায়গা ছিল, তার জায়গা দখল করে একটি কবরস্থান বানানোর চেষ্টা করে। অথচ এই মুসলমানদের জামশোল গ্রামে একটা কবরস্থান আছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাছ কাটার সময় স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিবাদ করতে গেলে মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আসে। তখন গ্রামের লোকেরা ভয়ে পালিয়ে আসে এবং মুসলমানরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে দেয়।

খবর পেয়ে, ৬ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সৌরভ শাসমল ও স্নেহাশিস মন্ডল এই গ্রামের লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায় যে ওখানে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়অর চেষ্টা চলছে। হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয় ও রঞ্জিত মাজি নামে যে ব্যক্তি মারা গেছেন তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

পুকুরে গরুর মাংস, কান ও লেজ ফেলল দুষ্কৃতিরা

গত ১৫ফেব্রুয়ারী, উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত সুড়িপুকুর অঞ্চলের বেলতলার একটি পুকুরে গরুর মাংস, কান, হাড় ও লেজ ফেলেছিল দুষ্কৃতিরা। ফলে এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, ঐ পুকুরে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়। এমন কি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, অন্নপ্রাশনে ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করা হয়।

ঘটনার দিন সকালে কিছু হিন্দু ঐ পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে দেখে পুকুরে গরুর কাটা লেজ, কান ফেলা হয়েছে। এছাড়া পুকুরের পাশ থেকে গরুর হাড় ও মাংসও পাওয়া যায়। মূহুর্তে খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় প্রায় ২০০ মানুষ পুকুর পাড়ে জড়ো হয়। তারা জানায় এই ঘটনা এর আগেও ঘটেছিল। পুলিশকে জানিয়েও দোষীদের ধরা সম্ভব হয় নি। উত্তেজিত জনতা এই ঘটনার জন্য পাশের সংখ্যালঘু মানুষদের দায়ী করে। পুলিশের কাছে তাদের দাবী অবিলম্বে দোষীদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

এর কিছুদিন পরে দত্তপুকুর বাজারের কাছে হিন্দুদের মন্দিরে দুষ্কৃতিরা গরুর মাংস ফেলে যায়। সাধারণের ধারণা দুষ্কৃতিরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ক্ষিপ্ত হিন্দুরা মন্দিরের উল্টোদিকের একটি মসজিদে ভাঙচুর চালায় এবং বাজারের অন্তর্গত ৭-৮টি মুসলমানের দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মিলাত উপলক্ষে তৈরি করা গেটও ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। তবে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হওয়ার আগেই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয় ও র‍্যাফ নামানো হয়। বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে

বেলদাতে সন্তোষী পূজা কমিটির ওপর হামলা মুসলিমদের

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত সাবড়া রণডাঙা বাসন্তী পূজার জন্য ৩-৪ জন কিশোর পুজোর জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করছিলো। মোহনপুরের দিক থেকে আসা একটি ইঞ্জিন ভ্যানের কাছ থেকে পুজোর জন্যে অর্থ সাহায্য করার কথা বলতেই তারা তর্কাতর্কি শুরু করে। ভ্যানের উপরে বসে থাকা ৩-৪ জন মুসলমান ছেলে ড্রাইভারকে তাদের উপর দিয়ে ভ্যান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। তর্কাতর্কির মধ্যে একজন পাশের মুসলিম বস্তিতে ফোন করে বলে যে, আমার ইঞ্জিন ভ্যানের থেকে বরের জিনিসপত্র সোনাদানা সব লুট করে নিয়েছে। প্রায় সন্ধ্যে ৫-৩০টার সময় ঘটনাটি ঘটে। তার প্রায় দু'ঘন্টা বাদে পাশের খন্ডরুই, আঁতলা, সাবড়া বস্তি থেকে ২০০-২৫০ মুসলমান এসে বেলদা থানার পুলিশের সামনে ''হিন্দু হটাও'' শ্লোগান দিতে দিতে মারধর ও ভাঙচুর শুরু করে। বিশ্বজিৎ গুচ্ছাইতকে লাঠি, রড দিয়ে মারে ও সুজয় বেরার চা-পানের দোকান, গোপাল জানার মুদী দোকান ভাঙচুর করে। পরে দাঁতন থানার আইসি ও পুলিশের সহযোগে ঝামেলা বন্ধ হয়। কিন্তু পুলিশ আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে না দাঁড়িয়ে অজ্ঞাত কারণে আক্রমণকারী মুসলমানদের পক্ষ নেয়। ঐদিন পুলিশ স্থানীয় হিন্দুদের নামে কেস দায়ের করে। সন্ধ্যায় পুলিশ ঋষি দাস নামের এক হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। পরে সে কোর্ট থেকে জামিনে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ছাড়া পায়। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আক্রান্ত হিন্দুদেরকে সম্পূর্ণভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

হিন্দু গৃহবধূকে গণধর্ষণ

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের দক্ষিণ টুমচুর এলাকার বাসিন্দা রমেশ চন্দ্র দাসের ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে রাতভর এক হিন্দু গৃহবধূকে(২০) গণধর্ষণ করলো ইসলামের অনুসারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে হাত-পা বেঁধে ওই হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয় টানা দুই দিন। ধর্ষণের দৃশ্য পরিবারের বাকী সদস্যদেরও দেখতে বাধ্য করা হয়। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে টানা দুই দিন গত ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী, যথাক্রমে মঙ্গলবার ও বুধবার। ওই গৃহবধূ প্রবাসী স্বপন চন্দ্র দাসের স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। ধর্ষণে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তার নাম বাদশা আলম(৩২)। হিন্দু মেয়েদের সর্বনাশ করাটা তার নেশা। তবে মুসলমান ধর্ষকদের ভয়ে হিন্দু পরিবারটি বাড়ি ফেলে পালিয়েছে। তাই এখনো পর্যন্ত পুলিশে কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। ফলে ধর্ষকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ফলে আশেপাশের এলাকার হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণায় জাল পাসপোর্টসহ গ্রেপ্তার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার জাল পাসপোর্ট, জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড সমেত এক বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করলো শুল্ক দপ্তর। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পেট্রাপোল আর্ন্তজাতিক সীমান্তে। ধৃত যুবকের নাম জাহাঙ্গীর সিরাজুল মন্ডল। তার বাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলায়। সে কয়েক দশক ধরেই এদেশে বসবাস করছে। এখানে থাকার সময় সে জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার জাল পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার সময় চেকিং-এর অফিসারদের সন্দেহ হয়। তারপর তাকে জেরা করে জানা যায় যে সে বাংলাদেশের নাগরিক নয়। তখন তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ আটক সিরাজুলের সঙ্গে জঙ্গি যোগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে।

জে এম বি জঙ্গি শিস মহম্মদ গ্রেপ্তার মুর্শিদাবাদে

রাজ্য থেকে ফের গ্রেপ্তার জেএমবি জঙ্গি। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। ধৃত জঙ্গির নাম শিস মহম্মদ। বাড়ি শামসেরগঞ্জের ইলিজাবাদ গ্রামে। সে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গি পয়গম্বর শেখের সঙ্গী। গত মাসে বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরক পাচারে পয়গম্বরের সঙ্গে শিসেরও হাত ছিল পুলিশের দাবি। শিসকে শনিবার কলকাতায় এনে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর কিছু দিন চুপচাপ থাকলেও গত বছর থেকে তারা মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় নব্য জেএমবি গঠনের কাজ শুরু করে। এই সংগঠনের ৬-৭টি মডিউলের খোঁজ ইতিমধ্যেই মিলেছে। গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম লাগোয়া জেলাগুলির সঙ্গে বিহার, ঝাড়খন্ড ও বাংলাদেশের নব্য জেএমবি-এর শিকড় ছড়িয়েছে মূলত পয়গম্বর ও শিসের হাত ধরেই।

সামশেরগঞ্জে বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার রুবেল শেখ ঃ জেএমবি যোগের সম্ভাবনা

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, গুলি ও জিহাদি পুস্তিকাসহ এক মোটর ভ্যান চালককে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আজহার শেখ ওরফে রুবেল। তার বাড়ি থেকে পাইপগান, নাইন এমএম পিস্তলসহ প্রায় ২৫কেজি বিস্ফোরক ও জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর প্রচুর পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। তার বাড়ি রতনপুর গ্রামে। সে ডাকবাংলো স্ট্যান্ডে ভ্যান নিয়ে থাকতো। সে যে জিহাদি কাজকর্ম করছে তা পুলিশের কাছে অজানা ছিল। পুলিশ গাড়ি চেকিং করে, তাই জঙ্গিরা মোটরভ্যানে করেই অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার ও মজুত করতো। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার তাকে জঙ্গিপুর এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

দেশ-বিদেশের খবর

মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম, হিন্দু যুবককে গলা কেটে হত্যা

নৃশংস হত্যাকান্ডে শোরগোল দিল্লি। হিন্দু প্রেমিককে গলা কেটে খুন করলো মুসলিম প্রেমিকার পরিবারের লোকজন। জানা গিয়েছে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাতে নতুন দিল্লির খ্যালা এলাকায় এক যুবকের গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায় ২৩ বছরের ওই যুবকের নাম অঙ্কিত। পেশায় ফটোগ্রাফার। প্রায় তিন বছর ধরে শেহজাদি নামের এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর। তবে এই সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি মুসলিম মেয়েটির পরিবার। এরপর পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠলে পালিয়ে যায় দু'জনে। তারপরই গভীর রাতে মেলে অঙ্কিতের লাশ।

প্রথমে হত্যাকান্ডের মোটিভ খুঁজে পাওয়া না গেলেও নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায় পরিস্থিতি। দিল্লি পুলিশের সামনে পরিবারের বিরুদ্ধে বয়ান দেয় শেহজাদি। তাঁর বয়ানে প্রকাশ্যে আসে 'অনার কিলিং'-এর ভয়াবহ সত্য। পুলিশকে শেহজাদি জানায়, অঙ্কিতকে খুন করেছে তাঁর পরিবারের লোকেরা। পরিবারের 'সম্মান রক্ষা'র নামে এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা ঘটানো হয়। রাস্তায় একা পেয়ে তাঁর সামনেই অঙ্কিতের গলা কেটে ফেলে তাঁর কাকা। ওই হত্যায় জড়িত রয়েছে তাঁর ভাইও। এই ঘটনায় রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে রাজধানীতে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ।

অত্যাধুনিক স্টেলথ সাবমেরিন 'আইএনএস করঞ্জ'

ভারতীয় নৌবাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করলো তৃতীয় স্করপেন শ্রেণির সাবমেরিন 'আইএনএস করঞ্জ'। মুম্বইয়ের মাজাগাঁও বন্দর থেকে করঞ্জের যাত্রা শুরু হল। এর সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনী এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে উন্নীত হল। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ বাহিনীর প্রধান সুনীল লাম্বা। তিনি বলেন, আগামী এক বছর কঠোর পরীক্ষানিরীক্ষার পর আইএনএস করঞ্জকে নৌবাহিনীতে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

ফ্রান্সের ডিসিএনএস সংস্থার ডিজাইন করা আইএনএস করঞ্জে উচ্চমানের স্টেলথ আছে। এছাড়া নির্ভুলভাবে ক্রিপলিং আক্রমণও চালাতে পারে এই ডুবোজাহাজ। এই সাবমেরিনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে উন্নতমানের অ্যাকাউস্টিক সাইলেন্সিং প্রযুক্তি, লো-রেডিয়েটেড নয়েজ লেভেল এবং হাইড্রো ডায়ানামিকালি অপ্টিমাইজড শেপ। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, সাবমেরিনটিকে কার্যত দেখাই যায় না।

এই স্করপেন সাবমেরিনের মাধ্যমে টর্পেডো এবং অ্যান্টি সাবমেরিন আক্রমণ শানানো সম্ভব। এছাড়া গোপম তথ্য এবং বিশাল এলাকার ওপর নজরদারি চালাতেও সক্ষম এই ডুবোজাহাজ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে প্রথম স্করপেন শ্রেণির সাবমেরিন আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতীয় নৌবাহিনীতে, নাম আইএনএস কালভারী। তারপর জানুয়ারী ২০১৭-এ স্করপেন শ্রেণির দ্বিতীয় সাবমেরিন খান্ডারী আত্মপ্রকাশ করে। এই মুহূর্তে ওই ডুবোজাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারত মহাসাগরে চিনা নৌ বাহিনীর যুদ্ধজাহাজের অস্তিত্ব টের পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে নয়াদিল্লি। বেজিংকে টেক্কা দিতে অন্যান্য যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে স্করপেন শ্রেনির ডুবোজাহাজ তৈরিতে জোর দেওয়া হয়। এধরণের ৬টি ডুবোজাহাজ জলে নামাবে ভারত। তাই তৃতীয় শ্রেণির সাবমেরিনের আত্মপ্রকাশ, ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

অমরনাথ যাত্রার হামলা ঃ ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

গত বছর অমরনাথ যাত্রার উপর হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার মেম্বার সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট ফাইল করলো জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

২৯শে জানুয়ারী অনন্তনাগের দায়রা আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রণবীর পেনাল কোড এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে ১ হাজার ৬০০ পাতার চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, রণবীর আইন অনেকটা ভারতীয় দন্ডবিধির মতো। শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রযুক্তিগত এবং মৌখিক তথ্যপ্রমাণ গত ছ'মাস ধরে রেকর্ড করা হয়েছে। রেকর্ড হয়েছে ডিআইজি (দক্ষিণ কাশ্মীর) এস পি পানির নেতৃত্বে। অভিযুক্ত ১১ জনের মধ্যে আবু ইসমাইল, ইয়াওয়ার বসির, মাভিয়া এবং ফুরকান গত বছর দু'টি পৃথক এনকাউন্টারে প্রাণ হারিয়েছে। গত বছর ১০ জুলাই অমরনাথ থেকে ফেরার পথে একটি তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় লস্কর জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলেই আটজন নিহত হয়েছিলেন।

গোধরা কান্ডের মূল অভিক্ত ইয়াকুব পাতালিয়া গ্রেপ্তার

১৬ বছর তদন্ত চালানোর পর ২০০২ সালের গোধরা ট্রেন অগ্নিকান্ডের অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলো গুজরাত পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম ইয়াকুব পাতালিয়া (৬৩)। তাকে মঙ্গলবার গোধরা থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ইয়াকুব পাতালিয়াকে ফের ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। এরপরই ফাঁদ পেতে তাকে ধরে গোধরা বি ডিভিশন পুলিশ। তাকে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৬ বছর ধরে গোধরা কান্ডের তদন্ত করছে সিট। অভিযোগ, ২০০২ সালের ২৭ফেব্রুয়ারী গোধরা রেলওয়ে স্টেশনে সবরমতি এক্সপ্রেসে আগুন লাগানো দলের মধ্যমণি ছিল এই ইয়াকুব। সেই আগুনে পুড়ে ৫৯ জন করসেবক প্রাণ হারান। যার জেরে জ্বলে ওঠে গুজরাত। যা গুজরাত দাঙ্গা নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। ইয়াকুবের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৭ (খুনের চেষ্টা), ১৪৭ এবং ১৪৯ (বেআইনি জমায়েত), ১৪৭ এবং ১৪৮ (ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ করা), ৩৩২ এবং ৩৫২ (সরকারি কর্মীকে ভয় দেখিয়ে কাজ বন্ধ করা), ১৫৩ এ (অন্য ধর্মের মানুষের উপর আঘাত করা) ধারা এবং রেলের একাধিক আইনে এফআইআর দায়ের হয়। ইয়াকুবের ভাই কাদির পাতালিয়াকে ২০১৫ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু শুনানি চলাকালীন জেলেই তার মৃত্যু হয়। তাদের অন্য ভাই আয়ুব পাতালিয়া ভদোদরা সেন্ট্রাল জেলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা কাটছে।

দলাই লামাকে খুনের পরিকল্পনা ঃ গ্রেপ্তার ২ জেএমবি জঙ্গি

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের শ্রদ্ধার পাত্র দলাই লামাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল দুই জেএমবি জঙ্গি। কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে কলকাতা পুলিশের টাস্ক ফোর্স গ্রেপ্তার করলো তাদের। ধৃত দুই জিহাদির নাম শেখ পয়গম্বর এবং শেখ জামিরুল। ৩১শে জানুয়ারী তাদের দার্জিলিঙ-এর ফাঁসিদেওয়া এবং মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, ট্যাব, গ্লাভস, ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে পয়গম্বর মুর্শিদাবাদের একটি স্কুলে আরবি ভাষা পড়াতো এবং শেখ জামিরুল কাঁঠাল পাতা সরবরাহের ব্যবসা করতো। ধৃতরা মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচারের বদলা নিতেই দলাই লামাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। ধৃত ২ জনকে গত ১লা জানুয়ারী ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

গণধর্ষণের দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল আসামে

নবম শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্রীকে সম্প্রতি গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে গতকাল ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আসামের গুয়াহাটি লাগোয়া শোণিতপুরের ঢেকুয়াজুলিতে এক বিরাট মিছিল বের করে অসম চা জনজাতি ছাত্র সংস্থা। এতে শামিল হয় নিখিল বাভা ছাত্র সংস্থা ও বাঙালি যুব ফেডারেশন। ঐ দিন এই ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরাও দোকানপাট বন্ধ রাখেন। গত ২২শে জানুয়ারী, সরস্বতী পুজোর দিন ঢেকুয়াজুলির ওই আদিবাসী ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে ফেলে রেখে গিয়েছিল চার মুসলিম যুবক। পরে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ওই চার দোষীকে গ্রেপ্তার করে। ওই চারজনের নাম হল - ইমদাদুল আমিন, রহুল আমিন, নজরুল ইসলাম এবং সিরাজুল ইসলাম। ওই মিছিল থেকে গ্রেপ্তার হওয়া দোষীদের ফাঁসির দাবি করা হয়।

ভারত ভেঙে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি করার দাবি

দীর্ঘদিনের মুসলিম তোষণ যে এদেশের মুসলমানদের দেশের প্রতি টান জাগিয়ে তুলতে পারেনি, তার প্রমাণ মিললো। জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মুফতি নাসির দাবি তুলেছেন যে ভারত ভেঙে আর একটি মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি করা হোক। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতের বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। দেশভাগের সময় ১৭ কোটি মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। তাই বর্তমানেও তেমনটা করা হোক। এছাড়াও তিনি উত্তরপ্রদেশের কাশগঞ্জে হওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্যে হিন্দুদেরকে দায়ী করেছেন। তবে তার এই বক্তব্যে দেশপ্রেমী জনগণ তার গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার না হওয়ায় জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

হিন্দু সংহতির ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ক্যামেরায় ধরা কিছু মুহূর্ত

(১) ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, (২) আদিবাসী নৃত্য, (৩) শিয়ালদহ থেকে আগত মিছিল, (৪) ধর্মতলায় জনসমুদ্র, (৫) বক্তব্যরত সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, (৬) ভাষণরত স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, (৭) ভাষণরত স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, (৮) শহীদ জওয়ানের মা'কে সান্ত্বনা জি.ডি.বক্সী ও তপন ঘোষের, (৯) মঞ্চে ভাষণরত সংহতি সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্য, (১০) হিন্দুধর্মে আগত অতিথিদের মঞ্চে সম্বর্ধনা তপন ঘোষের।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ♦ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686